সংবাদ

তারিখ ... 21 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা : শনিবার ৭ চৈত্র ১৪১৫
Dhaka Saturday 21 March 2009

সম্পাদকীয়

টিচার্স ট্রেনিংয়ের দৈন্যদশা

শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে গড়ে ওঠা বেসরকারি কলেজগুলোর ৩৮টি সরকার বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এরূপ আরও ১২টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের শিক্ষাবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি কলেজগুলোর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নতুন আর কোন প্রতিষ্ঠানকে অধিভুক্তি দেয়া যাবে না।

দেশে শিক্ষকদের বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদান করছে এমন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সম্প্রতি সরকার জরিপ চালায়। ১৪ সদস্যের এই কমিটি বিশেষভাবে দেশের ১১৯টি সরকারি-বেসরকারি কলেজের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে, মাত্র ১৭টি প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করছে। এগুলোর মধ্যে ১৪টি সরকারি এবং ৩টি বেসরকারি কলেজ। বেসরকারি ১০৫টি কলেজের মাত্র ৩টি মানসম্মত! বাকি ১০২টি ভুয়া। যে ১২টির হদিস পাওয়া যায়নি সেগুলোর কোন কোনটি নাকি ঠিকানা বদল করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ৩৮টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং এগুলো প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ ও অনুমোদন দাতাদের চিহ্নিত করে জানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুমোদন প্রাপ্তিকালে শর্তগুলো ঠিকমতো পূরণ করা হয়েছিল কি না তাও জানাতে বলা হয়েছে।

এর আগে অনেক ভুয়া ও মানহীন কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তবে শিক্ষক প্রশিক্ষণের যে বাণিজ্য চলেছে তার বিস্তার দেশজুড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ নিয়ে যারা শিক্ষক হয়েছেন বা হতে যাচ্ছেন, তাদের কী হবে! আপাতদৃষ্টিতে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দিয়েছে কোন রকম বিচার-বিবেচনা ছাড়া। অনুমোদনের পর কখনও দেখা হয়নি তাদের কার্যক্রম। প্রতিটি মানহীন বা ভুয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সার্টিফিকেট বিক্রি করে প্রচুর পয়সা কামিয়েছে। অনেকে বোধহয় এখন গাঢাকা দেবে। আর যারা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছে তারাও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হবেন। টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো শুধু বন্ধ করে দেয়া যথেষ্ট নয়। এ খাতে দুর্নীতির মূলোৎপাটনেও কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দেখা গেছে, যারা প্রশিক্ষণ দেবেন, তাদের কোন যোগ্যতা নেই। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোর অনেক শিক্ষক প্রায় অশিক্ষিত এবং হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে তাঁরা নিয়োগ পেয়েছেন। তাদের নিয়োগের জন্য একটা পরীক্ষা হয় সত্য। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেছে, দক্ষতার চেয়ে অন্যান্য শিক্ষাবহির্ভূত কারণে তারা নিয়োগ পান। তাদের ট্রেনিংয়ের নানা ধরনের ব্যবস্থা প্রায় অকার্যকর।

দেশে সর্বস্তরে শিক্ষার মান যে নিচে নেমে যাচ্ছে, তার অন্যতম কারণ অযোগ্য ও ভুয়া সনদের শিক্ষকের ছড়াছড়ি।

সরকার পর্যাপ্ত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করতে পারেনি বলে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনুমোদন দিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, কাজটা করে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার বদলে শিক্ষক প্রশিক্ষণকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বস্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বেসরকারি সব মানহীন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বন্ধ করে দিয়ে মানসম্মত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সরকারিকরণ করে ফেলা উচিত এবং প্রয়োজন বিবেচনা করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মান উন্নত হবে। বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলো থেকে প্রাপ্ত সনদ প্রশিক্ষণের কোন পরিচয় বহন করে না।